



সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিনুল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
আনোয়ার মজুমদার
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন, হাসান মৃত্তাজা
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
কানাডা প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি
নাসিম আহমেদ
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএস : ৯৩৫০৯৫১ - ৩
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল : s2000@dbn-bd.net

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত
ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

স্বাধীনতা অর্জনের ৩২ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কোনো জাতির জীবনে ৩২ বছর বেশ দীর্ঘ সময়। অথচ দীর্ঘ এ সময়ে আমাদের অর্জন সামান্যই। যে আদর্শিক লক্ষ্য নিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়েছিল, তা তিরোহিত। সন্ত্রাস, দুর্নীতি সমাজকে অষ্টোপাসের মতো বেঁধে ফেলেছে। বাড়ছে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান। রাজনৈতিক নেতার ব্যর্থ হয়েছে দেশটিকে কার্যত সঠিক পথে নিয়ে যেতে। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতায় মানুষ আজ হতাশ। তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজছে।

দেশ স্বাধীনের পর রাজনৈতিক শক্তি ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতায় এসে সামরিক শাসকেরা দুর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি জনগণকে দিয়েছে। কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছে। সন্ত্রাসকে মদদ দিয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। জনগণ রাজপথে নেমে এসে স্বেচ্ছাস্বাক্ষর পতন ঘটিয়েছে। গণতন্ত্রকে ছিনিয়ে এনেছে। ভোট দিয়ে সংসদ গঠন করেছে। '৯১ সালের বিএনপি সরকার জনগণের আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সারের দাবিতে আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছে। মন্ত্রী-এমপিদের বিরুদ্ধে উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। মানুষ ভাগ্যোন্ময়নের আশায় '৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল হয়েও আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। মানুষ দেখেছে আঞ্চলিক গডফাদারদের প্রতাব। মানুষ আবার জোট সরকারকে ভোট দিয়েছে একটি সুন্দর সমাজের আকাঙ্ক্ষায়। সে আকাঙ্ক্ষা আজ তিরোহিত। সন্ত্রাস আজ অতীতের রেকর্ড ভেঙেছে। বাড়ছে দ্রব্যমূল্য। নাভিশ্বাস উঠেছে মধ্যবিত্তের জীবনে। রাজনৈতিক নেতাদের ক্রমাগত ব্যর্থতায় মানুষ মুক্তির পথ খুঁজছে। একজন কামাল হোসেন বা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর সুন্দর কথা মানুষকে কিছুটা আকৃষ্ট করছে। তারা সুশীল সমাজকে নিয়ে নতুন একটি প্ল্যাটফর্ম গঠনের দিকে যাচ্ছে। এ ধারাও কি মানুষের জন্য কিছু করতে পারবে? কারণ তাদের সঙ্গে মূল রাজনৈতিক শিবিরের তেমন যোগসূত্র নেই। তাদের কার্যক্রম নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জন। মানুষ তাদের ওপর যেন ভরসা রাখতে পারছে না।

তবে মানুষ চায় রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের পরিত্রাণদাতা উঠে আসুক। দেশী-বিদেশী কোনো শক্তির মদদে নয়। এ কারণে দেশকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামনে নিয়ে যেতে হবে। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের আরো দায়বদ্ধ হতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। দলকে দেশ ও জনগণের স্বার্থে গড়ে তুলতে হবে।